রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৮, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৪ পৌষ ১৪২১/১৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৪০০—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় প্রদানকারী বিচারক, ঢাকার সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাবেক সদস্য কাজী গোলাম রসুল গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

২। কাজী গোলাম রসুল ১৯৭০ সালের মে মাসে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায় মুন্সেফ পদে যোগদানপূর্বক বিচারক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।

৩। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শাহাদত বরণ করেন। তৎকালীন সরকার ইনডেমনিটি আইন করে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচারের পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং সে বছরই এ ঘটনার বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর ঢাকার তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।

৪। কাজী গোলাম রসুল ছিলেন একজন নির্ভীক ও প্রজ্ঞাবান বিচারক। তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মনিষ্ঠা বিচারক হিসাবে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য হিসাবেও তিনি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা জাতি চিরকাল মনে রাখবে।

৫। কাজী গোলাম রসুল-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০১ পৌষ ১৪২১/১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। কাজী গোলাম রসুল-এর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০১ পৌষ ১৪২১/১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০১ পৌষ ১৪২১ / ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় প্রদানকারী বিচারক, ঢাকার সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাবেক সদস্য কাজী গোলাম রসুল গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

কাজী গোলাম রসুল ১৯৭০ সালের মে মাসে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায় মুন্সেফ পদে যোগদানপূর্বক বিচারক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শাহাদত বরণ করেন। তৎকালীন সরকার ইনডেমনিটি আইন করে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচারের পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং সে বছরই এ ঘটনার বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর ঢাকার তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।

কাজী গোলাম রসুল ছিলেন একজন নির্ভীক ও প্রজ্ঞাবান বিচারক। তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মনিষ্ঠা বিচারক হিসাবে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য হিসাবেও তিনি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা জাতি চিরকাল মনে রাখবে।

মন্ত্রিসভা কাজী গোলাম রসুল-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd